ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 179 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩৫ ● কলকাতা ● ২৭ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শহুরে নকশালদের কোমর ভেঙেছে', দাবি কেন্দ্রের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দেশব্যাপী মাওবাদী বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৯২ কোটি টাকা। এই ঘটনা মাওবাদীদের অর্থের জোগান ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছে। শুধু তাই নয়, কোমর ভেঙে গিয়েছে শহুরে নকশালদের। শনিবার এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। বিবৃতিতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, এই অভিযানের জেরে শহুরে মাওবাদীদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। তথ্য তুলে ধরে কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০১৪ সালে যেখানে মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা ছিল ৩৬টি সেটাই বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩টিতে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ৩১৭ জন মাওবাদীর। এই তালিকায় রয়েছেন মাও কেন্দ্রীয় কমিটির ৫ শীর্ষ নেতা। গ্রেপ্তার হয়েছে ৮৬২ জন। এছাড়া চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৯৭৩ জন

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 142

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন কে জানে? কিন্তু তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করার সাহস আমার ছিল না। অনেক নীচে যাওয়ার পর তিনি একটু থামলেন। তিনি বললেন, "একটু বিশ্রাম করে নাও। এখন আমি তোমাকে এক অন্য দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছি। সেই দুনিয়া তোমার কল্পনার বাইরে হবে।"

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বিএলও-দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কড়া কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর তিনদিন পর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। তার আগে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ও এসআইআর-র কাজে যুক্ত অন্য অফিসারদের নিরাপত্তা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিএলও-দের উপর কোনওরকম হিংসার ঘটনা হলে দ্রুত এফআইআর করার নির্দেশ দিল। এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি পাঠিয়েছে কমিশন।তাঁর বাড়িতে ইট ছোড়া হয় এবং দরজায় লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন বিএলও-রা। বিএলও-দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা। এবার কমিশন নির্দেশ দিল, বিএলও-দের উপর এরকম কোনও হিংসার ঘটনা ঘটলেই এফআইআর করতে হবে। অন্যথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।যদি কোনও বিএলও-র উপর হিংসার ঘটনায় এফআইআর না করা হয়, তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাঠানো চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে, বিএলও ও এসআইআর-র কাজে যুক্ত অন্য অফিসারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিএলও-দের উপর হিংসার ঘটনা ঘটলেই দ্রুত এফআইআর করতে হবে। রাজ্যের সমস্ত ডিইও (জেলাশাসকরা এই পদে রয়েছেন)-কে এই নির্দেশ দেওয়ার জন্য সিইও-কে জানিয়েছে কমিশন।

বিএলও ও অন্য অফিসারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সমস্ত পদক্ষেপ করতেও বলেছে কমিশন। বিষয়টি তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত ডিইও-কে জানানোর জন্য সিইও-কে চিঠিতে জানানো হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের আশঙ্কা রয়েছে। যেহেতু, বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও সংগ্রহ করেছেন, তাঁরা বিক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন। তাই তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন।

কয়েকদিন আগে সুপ্রিম কোর্টও বিএলও-দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছিলেন, "বিএলও-রা হুমকির মুখে আছেন। এটা একটা সিরিয়াস বিষয়। বিএলও-দের নিরাপত্তা দিতে হবে।" দিন তিনেক আগে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে এক বিএলও-র বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

কেরলে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ে উচ্ছ্বসিত বার্তা মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেরলের রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগমের ভোটে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে বিজেপি। পাঁচ দশকের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওই পুরনিগমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে উঠে এসেছে বিজেপি। এই ঘটনাকে 'যুগান্তকারী' বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ধন্যবাদ জানালেন তিরুঅনন্তপুরমের বাসিন্দা এবং দলীয় কর্মীদের।উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৪৫ বছর পর কেরলের রাজধানী তিরুঅনন্তপুরমের পুরনিগমের ভোটে হারের মুখ দেখতে হয়েছে সিপিএমকে। ১০১টি ওয়ার্ডে মধ্যে ৫০টিতে জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। সিপিএমের জোট এলডিএফ ২৯ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ ১৯টিতে জয়ী হয়েছে। নির্দলেরা ২টিতে। ফলে বিজেপির ক্ষমতা দখল কার্যত সময়ের অপেক্ষা।এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'ধন্যবাদ, তিরুঅনন্তপুরম!' দলীয় কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, "তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগমের ভোটে বেজেপি-এনডিএ-র পক্ষে ফলাফল কেরলের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।" মোদির দাবি, মানুষ বুঝতে পেরেছে গেরুয়া জোটের একমাত্র উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন। তিনি লিখেছেন, "আমাদের দল শহরের উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ আনতে কাজ করবে।"

মসজিদ তৈরির আগেই জুম্মাবারে বাবরি-স্থলে কাতারে কাতারে ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাসপেন্ড হওয়ার পর থেকে হুমায়ুন যেন আরও আক্রমণাত্মক। আরও মরিয়া। আরও সাহসী। হুঙ্কার, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে চলেছেন সমান তালে! এবার বললেন, 'হুকের নাম বাবাজি। হুমায়ুন কবীরের হুকে এখন সব সোজা হচ্ছে'। এদিকে মসজিদ নির্মাণের আগেই বাবরি মসজিদ নির্মাণের জায়গায় জুম্মার নমাজের দিন অর্থাৎ শুক্রবার কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় দেখা যায় মসজিদ নির্মাণের স্থানে।অন্যদিকে, নাম না করে হুমায়ুন কবীরকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিন্হা। বাবরের তাঁবেদারদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে আবার বিজেপি নেতা সজল ঘোষ আবার ছাব্বিশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতলে হুমায়ুন কবীর উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবে বলে ভবিষ্যতবাণী করেছেন।এই ছবি দেখেই ফের তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনি কার্যত চ্যালেঞ্জের সুরেই বললেন, 'আমি নিজে ভাবিনি এতটা উন্মাদনা, এতটা মানুষের সমর্থন, এতটা মানুষের অর্থ সাহায্য, যে যেমন পারছে সহযোগিতা করছে। এদের (তৃণমূলের)সব ঘুম ছুটে গেছে। ৯০টা সিট, হুমায়ুন কবীর আগামীদিনে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে বিধানসভায় যাবে।'

হুমায়ুন কবীরের দাবি, প্রস্তাবিত 'বাবরি মসজিদে'র ট্রাস্টের যে অ্যাকাউন্ট, তাতে ইতিমধ্যে জমা

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শহুরে নকশালদের কোমর ভেঙেছে', দাবি কেন্দ্রের

মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। লাগাতার অভিযানের জেরে মাওবাদীদের মধ্যে আত্মসমর্পণের ঘটনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে মোদি সরকার।সেই লক্ষ্যে জোরকদমে শুরু হয়েছে অভিযান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, হয় আত্মসমর্পণ, নয় মৃত্যু দুটোর একটা বেছে নিতে হবে মাওবাদীদের। দুটোই জারি রয়েছে সমানতালে। এর পাশাপাশি চলছে মাওবাদীদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার কাজ। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, মাও-মুক্ত ভারতের লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র একটি পৃথক দল গঠন করা হয়েছে। এই দল সম্প্রতি ৪০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের সরকার ৪০ কোটি ও ইডি প্রায় ১২ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে মাও-যোগের অভিযোগে।

ডাক বিভাগ এবং বিএসই সারা ভারতে মিউচুয়াল ফান্ডের সহজলভ্যতা বাড়াতে একটি যুগান্তকারী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে

নয়াদিল্লী: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

দেশজুড়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করতে এবং বিনিয়োগ পণ্যের সহজলভ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রকের অধীন ডাক বিভাগ (ডিওপি) এবং এশিয়ার প্রাচীনতম স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নয়াদিল্লিতে একটি যুগান্তকারী সমঝোতা স্মারক(এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। এই উদ্যোগটি বাজেট ২০২৫-২৬-এর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুঘটক হিসেবে ইন্ডিয়া পোস্টের বিশাল ডাক নেটওয়ার্ককে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশজুড়ে তার ব্যাপক উপস্থিতির মাধ্যমে, ইন্ডিয়া পোস্ট আর্থিক পরিষেবা আরও সহজলভ্য করতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব ইন্ডিয়া পোস্টকে তার বিশাল ডাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ড পণ্যের পরিবেশক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম করবে, যা গ্রামীণ, আধা-শহুরে এবং অনুন্নত অঞ্চলের নাগরিকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। ইন্ডিয়া পোস্টের অতুলনীয় প্রান্তিক পর্যায়ের উপস্থিতি এবং দেশের বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড বিতরণ প্ল্যাটফর্ম বিএসই স্টার এমএফ-কে

এরপর ৬ পাতায়

দিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান ইউনূস, রাজি নয় খালেদার দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে না চাওয়ায় দিল্লির উপরে চাপ তৈরি করতে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের সময়েই নিজের এই মনোভাবের কথা জানিয়েছেন তিনি।ইউনূসের ওই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান জামায়াতে ইসলামী-এনসিপি ও ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা। তবে আপত্তি জানান বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকলে তা দিল্লি সরকারকে জানানো হোক। সব ধরনের অশান্তির চেষ্টা বন্ধ করার অনুরোধ জানানো হোক। কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতের সঙ্গে সরাসরি শত্রুতায় যাওয়া উচিত হবে না।'তবে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি দিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের পক্ষে মত দিলেও বিরোধিতা করেছে খালেদা জিয়ার দল বিএনপি। দলটির নেতারা বলেছেন, 'যেচে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়ে লাভ নেই। পাকিস্তানই যেখানে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি, সেখানে বাংলাদেশ কেন ওই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেবে?'

গতকাল শুক্রবার দুপুরে ভোটপ্রচারে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম পাণ্ডা শরিফ ওসমান হাদি। আর ওই ঘটনাকে হাতিয়ার করেই ফের ভারত বিরোধিতা চরমে নিয়ে গিয়েছে পাকিস্তানপ্রেমী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে বাংলায়। আর তাতে সাফল্য পাওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টায় নেমে পড়েছে বঙ্গ-বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার থেকে শুরু করে এসআইআর করার পক্ষে জোরদার সওয়াল করছেন বিজেপি নেতারা। তার মধ্যে মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক ধরতে বাংলায় আসছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।এছাড়া অনেকেই বলছেন দিলীপ ঘোষ রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পার্টি অফিসে লাইন পড়ে গিয়েছিল। সেখানে বাংলায় এখন শুধু পিছিয়েই চলেছে বিজেপি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ৭৭ আসন জিতেছিল বিজেপি। সেটা এখন নির্বাচন আসার আগেই ৬৫-তে নেমে গিয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮টি আসন জিতেছিল। সেটা ২০২৪ সালে নেমে দাঁড়ায় ১২-তে। এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা তলানিতে পৌঁছবে বলে মনে করছেন দলেরই একটা বড় অংশের কর্মী-সমর্থকরা। যা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরেই বলে সূত্রের খবর।কিন্তু এই আবহে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট পাওয়ার জন্য তেমন কোনও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। আর এটাই চিন্তা বাড়িয়েছে পদ্মশিবিরের নেতাদের। ইতিমধ্যেই যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। আর তাতেই এই হাঁড়ির হাল সামনে এসেছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একের পর এক নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছে বিজেপি। ২০২৫ সালেও বড় কোনও ইস্যু নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেনি গেরুয়া শিবির। তার মধ্যেই এসআইআর শুরু হয়েছে। তাতে মানুষ এখন আতঙ্কিত। এই আবহে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হলে জনসমর্থন বিপক্ষেই যাবে বলে মনে করছেন অনেকে। তাই বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হতে চাইছেন না। এই আবহে পার্টির ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে বিধানসভা পিছু তিনটি করে পছন্দের প্রার্থীর নাম পাঠাতে নির্দেশ দেয় রাজ্য নেতৃত্ব। সেক্ষেত্রে ২৯৪টি কেন্দ্রের জন্য ৮৮২ জনের নাম জমা দিতে হবে।

অন্যদিকে ওই নির্দেশ মতো ইতিমধ্যেই তালিকা জমা পড়েছে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। সেই তালিকা সরেজমিনে পরীক্ষা করে যখন দেখা হয়েছে তখন বিজেপি নেতৃত্ব হাতে গরম প্রমাণ পেয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন সব নাম এসেছে যাঁদের এলাকার সাধারণ মানুষ তো চেনেনই না এবং দলের অনেক সক্রিয় সমর্থকও চেনেন না। এই সব ব্যক্তিদের প্রার্থী করলে ভরাডুবি যে নিশ্চিত তা বুঝতে পেরেছে বিজেপি নেতৃত্ব বলে সূত্রের খবর। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নানা জেলায় ঘুরে বেড়ালেও কর্মী-সমর্থক এবং নেতাদের উৎসাহিত করতে পারেননি। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক আদি নেতা বলেন, 'শমীকবাবু বাক্য-বাগিশ লোক। তাঁকে দিয়ে সংগঠন হয় না। তাই এমন অবস্থা।'

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁয়ত্রিশতম পর্ব)

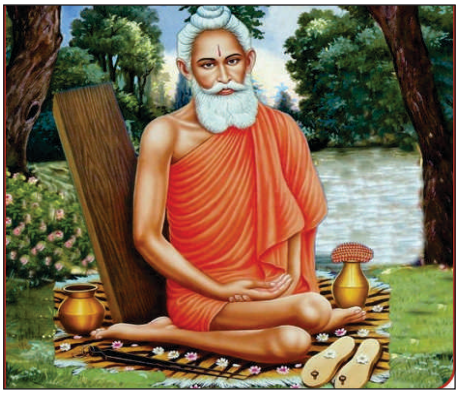

এই গুরু মন্ত্র সাধারণত যিনি প্রদান করেন, তিনি শুধু ঐ মন্ত্র দেওয়ার জন্যই সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকেন। এবং সময় এলে স্বয়ং ঈশ্বর তাকে মন্ত্র বলে দেন এবং নির্দেশ দেন কাকে এই মন্ত্র দিতে হবে এবং কোথায় সেই নব্য সাধক সাধনায় লিপ্ত।চারটি অনুঘটকের কারনে হয় মানব জন্ম। যা হল কর্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি। আর সাধকের জন্ম

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মসজিদ তৈরির আগেই জুম্মাবারে বাবরি-স্থলে কাতারে কাতারে ভিড়

পড়েছে ৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে নগদে অনুদান এসেছে প্রায় ১ কোটি। 'বাবরি' মসজিদের ট্রাস্টের নাম করে Q R কোড জালিয়াতির অভিযোগও উঠেছে। যা নিয়েও তৃণমূলের একাংশকেই দায়ী করেছেন হুমায়ুন কবীর। যদিও পাল্টা কুণাল ঘোষের দাবি, হুমায়ুন কবীর ২৯৪ টাতে প্রার্থী দিলেও তৃণমূলই জিতবে।

এর মধ্যেই পুরনো ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে, হুমায়ুন কবীরকে খোঁচা দিয়েছেন, তাঁর একদা সতীর্থ, পূর্বস্থলীর তৃণমূল বিধায়ক। তপন চট্টোপাধ্যায়ের তিনি হুমায়ুনকে দেখেছেন, বিধানসভায় একদিন দুইদিকে দুই বিজেপি নেতার মাঝে বসে থাকতে। তিনি নাকি এমনটাও বলেন, 'কী ব্যাপার হুমায়ুন সাহেব? ওখানটায় কেন? আপনি কি ওই দলে যোগদান করবেন নাকি?' সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা ও বিধায়ক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি তো ওই দলে যোগদান করছি না। ওঁর বলাটা রক্ষা করছি। তার মানে, উনি আমাকে বলেননি, লাথি, ঝাঁটা মারবে, আপনি লাথি, ঝাঁটা খেয়ে থেকে যান, লাথি-ঝাঁটা খেতে পারবো না বলেই তো ওই দল থেকে নতুন দল খুলছি।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবীর মূর্তি ও মুখমন্ডল ভয়প্রদ ও ক্রোধব্যঞ্জক। মাথার পার্শ্বদেশ হইতে একটি বরাহমুখ বহির্গত হয়।" (বিনয়তোষ ৫৫)।

"বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। বজ্রসত্ত্বাত্মিকা ষষ্ঠ ধ্যানিবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তিরূপে পরিগণিত হন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতার ফুটবলপ্রেমী মানুষের জন্য একটি অন্ধকার দিন বলে সুর চড়ান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পা রেখেছিলেন ফুটবলের যুবরাজ লিওনেল মেসি। আর তাঁকে দেখতে ভিড় করেছিলেন ফুটবল ভক্তরা। কিন্তু সঠিকভাবে দেখতে পাননি ফুটবল যুবরাজকে। তার ফলে ভাঙচুর, তছনছ করা হয় যুবভারতী। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার জানান, এই ঘটনার দায় সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজক ও ব্যবস্থাপনার। ইতিমধ্যেই মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হলে দর্শকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও দেখা হবে। তবে সমস্ত কিছু মোকাবিলা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি একটি ভিডিও সামনে এনে দেখান, গেরুয়া পতাকা নিয়ে কিছু লোকজন গণ্ডগোল করছে। দেবাংশুর কথায়, 'এই গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে ঘোরা লোকজন কারা? সামনে বিধানসভা নির্বাচন আছে বলেই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে ভাঙচুর করতে থাকে। বিজেপি বাংলার বদনাম করতে যে কোনও স্তরে নামতে পারে।' সুতরাং প্রশ্ন উঠছে, এই ঘটনার নেপথ্যে কি বিজেপির হাত রয়েছে? তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।কিন্তু ততক্ষণে ঘুম ভেঙে উঠে মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। যদিও তার বেশ কিছুক্ষণ পর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস দাবি তুললেন অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে শতদ্রু দত্তকে। বাংলা সম্পর্কে তিনি যে খবর রাখেন না সেটা আবার সামনে চলে এল।

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার সকালে যে 'অব্যবস্থা' হয়েছে সেটার জন্য তিনি 'স্তম্ভিত এবং বিচলিত'। এই ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তদন্তের নেতৃত্বে থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায় এবং মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং স্বরাষ্ট্রসচিব। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বাংলার সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বিধাননগর পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি তুললেন, অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু এবং ক্রীড়া যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে।

অন্যদিকে এই দিনটি কলকাতার ফুটবলপ্রেমী মানুষের জন্য একটি অন্ধকার দিন বলে সুর চড়ান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল স্পষ্ট জানান, অনুষ্ঠানের আয়োজক এবং স্পনসরদের চরম অব্যবস্থা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। পুলিশও তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও, তাঁর পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনায় অনুষ্ঠানের আয়োজক ও স্পনসরদের গ্রেফতার করতে হবে, টিকিট কিনে হয়রান হওয়া দর্শকদের টাকা ফেরত দিতে হবে, স্টেডিয়াম ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতির জন্য আয়োজকদের উপর জরিমানা করতে হবে, গোটা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে, দায়িত্বে অবহেলা করা পুলিশ আধিকারিকদের সাসপেন্ড করতে হবে এবং ভবিষ্যতে বড় জমায়েতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর চালু করতে হবে। যদিও ততক্ষণে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সব করা হয়।

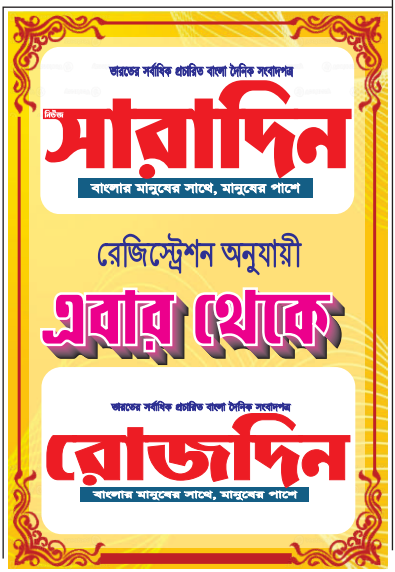

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৩ পাতার পর)

ডাক বিভাগ এবং বিএসই সারা ভারতে মিউচুয়াল ফান্ডের সহজলভ্যতা বাড়াতে একটি যুগান্তকারী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে

একত্রিত করে, এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হলো বিনিয়োগের সুযোগকে সকলের জন্য সহজলভ্য করা এবং আর্থিক বাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

উভয় সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ডাক বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার (সিসিএস ও আরবি) শ্রীমতি মনীষা বনসাল বাদল এবং বিএসই-এর এমডি ও সিইও শ্রী সুন্দরারামন রামামূর্তি আনুষ্ঠানিকভাবে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি অনুসারে, নির্বাচিত ডাককর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড পরিবেশক হিসেবে প্রত্যয়িত করা হবে, যা তাঁদের বিএসই স্টার এমএফ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী পরিষেবা প্রদান করতে এবং মিউচুয়াল ফান্ড লেনদেন সহজতর করতে সক্ষম করবে। এই সমঝোতা স্মারকটি ১২.১২.২০২৫ থেকে ১১.১২.২০২৮ পর্যন্ত তিন বছরের জন্য বৈধ থাকবে এবং এটি নবায়নেরও সুযোগ থাকবে।

এই সহযোগিতার অংশ হিসেবে, বিএসই অনুমোদিত কর্মীদের জন্য এমপ্লয়ি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (ইইউআইএন) তৈরির মাধ্যমে যোগ্য ও প্রশিক্ষিত ডাক কর্মকর্তাদের তালিকাভুক্তিতে সহায়তা করবে, যা মিউচুয়াল ফান্ড পণ্যের স্বচ্ছ ও নিয়মসম্মত বিতরণ নিশ্চিত করবে। বিএসই ডাক কর্মচারী এবং এজেন্টদের বাধ্যতামূলক এনআইএসএম (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিকিউরিটিজ মার্কেটস) মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর সার্টিফিকেশন পেতেও সহায়তা করবে। এই প্রত্যয়িত কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণের পর গ্রাহকদের সঠিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবেন, মিউচুয়াল ফান্ড লেনদেন সম্পন্ন করবেন এবং প্রান্তিক পর্যায়ে বিনিয়োগকারী সহায়তা পরিষেবা প্রদান করবেন। এই সহযোগিতা জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ আর্থিক পরিষেবার পরিধি প্রসারিত করতে এবং দেশজুড়ে পরিষেবা প্রদানকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। এটি একটি দক্ষ এবং বিনিয়োগকারী-বান্ধব মিউচুয়াল ফান্ড ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিএসই-এর উদ্দেশ্যকে পরিপূরক করে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, ইন্ডিয়া পোস্ট গ্রাহকদের আধুনিক বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করতে পারবে, যা একটি প্রধান আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে তার ভূমিকাকে আরও উন্নত করবে। বিএসই-এর প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মকে ইন্ডিয়া পোস্টের দেশব্যাপী বিস্তৃত উপস্থিতির সঙ্গে একীভূত করার মাধ্যমে, এই উদ্যোগটি পরিষেবার সহজলভ্যতা উন্নত করবে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজারে বৃহত্তর অংশগ্রহণে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই উদ্যোগের প্রভাব

এই অংশীদারিত্ব টিয়ার-২, টিয়ার-৩ এবং গ্রামীণ এলাকায় মিউচুয়াল ফান্ডের প্রসার বাড়াবে, সচেতন বিনিয়োগ আচরণকে উৎসাহিত করবে এবং আর্থিকভাবে সচেতন ও ক্ষমতায়িত জনসংখ্যা গড়ে তোলার ভারতের বৃহত্তর লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(৩ পাতার পর)

দিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান ইউনূস, রাজি নয় খালেদার দল

নেতারা। হিযবুত তাহরীর জঙ্গি হাদির উপরে গুলি চালানোর ঘটনায় ভারতীয় বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর হাত রয়েছে বলে শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে প্রচার। জামায়াতে ইসলামীর আইটি সেলের পাশাপাশি পাক গুপ্তচর সংস্থার এজেন্টরাও সুকৌশলে ফেসবুক, থ্রেডস সহ বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে 'র' বিরোধী প্রচার চালাতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে দিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের দাবি তুলেছে।

শেখ হাসিনা উচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে নাশকতামূলক কাজকর্মের নেতৃত্ব দেওয়া 'পরম বান্ধব' হাদির উপরে হামলা নিয়ে এদিন সরকারি বাসভবন 'যমুনা'য় দেশের প্রধান তিন দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোল্লা ইউনূস। বৈঠকে হাজির ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, জামায়াতের মহাসচিব মিয়া গোলাম পরওয়ার ও সহকারী মহাসচিব এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের এবং আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সূত্রের খবর, বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস হিযবুত তাহরীর জঙ্গি হাদির উপরে হামলার পিছনে দিল্লির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'ওসমান হাদির ওপর হামলা পূর্ব-পরিকল্পিত ও গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। এর পেছনে বিরাট শক্তি (দিল্লি) কাজ করছে। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচন না হতে দেওয়া। এই আক্রমণ খুবই প্রতীকী।' এর পরেই তিনি দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'তারা হাসিনাকে ফেরত দেবে না। উল্টে নির্বাচন ভণ্ডুলের চেষ্টা চালাবে, এটা হতে দেওয়া যায় না। এবার কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। আপনারা রাজি থাকলে সরকার ভারতের সঙ্গে আপাতত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের পথ বেছে নিতে পারেন।'

২০০১ সালের সংসদ হামলার শহীদদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

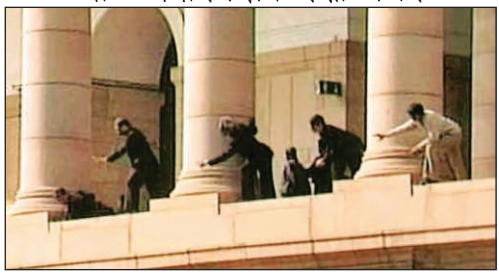

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ১৩ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে জঘন্য জঙ্গি হামলার সময় ভারতের সংসদ রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ উৎসর্গকারী সাহসী নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, দেশ তাদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি বলেন যে, চরম বিপদের মুখে তাদের সাহস, সতর্কতা এবং অটুট দায়িত্ববোধ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য চিরস্থায়ী অনুপ্রেরণা হিসেবে রয়ে গেছে।

এক্স বার্তায় শ্রী মোদী বলেন:

"২০০১ সালে আজকের দিনে আমাদের সংসদে জঘন্য আক্রমণের সময় যারা প্রাণ দিয়েছিলেন সমগ্র দেশ তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। চরম বিপদের মুখে, তাদের সাহস, সতর্কতা এবং অটুট কর্তব্যবোধ ছিল অসীম। ভারত তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।"

সিনেমার খবর

চিকেন কাটলেট খেয়েও কিভাবে ছিপছিপে অদিতি রাও?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী অদিতি রাও সদ্য বিয়ে করে নতুন জীবনে পা রেখেছেন। অভিনেতা সিদ্ধার্থের সঙ্গে জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন তিনি। জমিয়ে সংসার করার পাশাপাশি শুটিংও করছেন নিয়মিত। সে জন্য নিয়মিত যোগব্যায়াম করে থাকেন তিনি। নাচও চর্চা করেন।

তবে প্রতিদিন একই ধরনের ব্যায়াম করেন না অভিনেত্রী। প্রতি দিনের শরীরচর্চায় নানা রকম যোগাসন, অ্যারোবিক্স ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে করেন। এতে একঘেয়েমি আসে না বলেই দাবি অদিতি রাওয়ের। 'পর্দায় সুন্দর দেখানোর জন্য ফিটনেস জরুরি' বলে জানান অভিনেত্রী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অদিতি রাও হায়দারি এমন কথাই বলেন।

খেতে ভীষণ পছন্দ করেন। খাওয়া নিয়ে অত খুঁতখুঁতে নন তিনি। তবে ছিপছিপে গড়ন ধরে রাখতে মেপে তো খেতেই হয়। তিনি যেমন স্বাস্থ্যকর খাবার খান, ঠিক তেমনই আবার পছন্দের খাবার খেতেও দ্বিধা করেন না। সকাল ও দুপুরে হালকা খেলে, রাতে মুখরোচক কিছু খেতেই ভালো লাগে তার। তবে সব খেয়েও তার ওজন বাড়ে না। কারণ নিয়মিত শরীরচর্চা এবং রাতের খাওয়া একটি নির্দিষ্ট সময়েই সেরে ফেলেন অভিনেত্রী।

অদিতি রাও খাওয়ার ব্যাপারে বেশ উদারই। ভাজাভুজি, মিষ্টি সবই ভালো লাগে তার। স্ট্রিট ফুডও পছন্দ করেন তিনি। তবে সারা দিনের খাওয়া মেপেই খান বলে জানান অভিনেত্রী। সকালের জলখাবারে পছন্দ দক্ষিণী খাবার। ইডলি, দোসা দিয়েই বেশিরভাগ সময়ে প্রাতরাশ সারেন তিনি। আর দুপুরের খাওয়া হালকাই খান। কিনোয়ার খিচুড়ি, ভাত-ডাল-সবজি তার পছন্দ। বিকালের স্ন্যাক্সে রোস্টেড মাখানা খান বেশিরভাগ সময়ে।

রাতে স্যুপ, মাছের ঝোল, চিকেন কাবাব অথবা চিকেন কাটলেট, মাঝেমধ্যে নিহারিও খান। যে দিন যা ভাল লাগে, খেয়ে নেন।

অদিতি জানিয়েছেন, খিদে পেলে মনের কথাই শোনেন তিনি। রাতে চিকেন কাটলেট বা কাবাব যতটা মন চায় খান। ইচ্ছা হলে ফুচকা কিংবা চকোলেটও খেয়ে ফেলেন। তবে রাতের খাওয়া সন্ধ্যা গড়ানোর আগেই সেরে নেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যেই খেয়ে থাকেন। এরপর আর কোনো কিছুই খান না।

অভিনেত্রী অদিতি রাও হায়দারির খাওয়ার অভ্যাস নিয়ে তার পুষ্টিবিদ গরিমা গোয়েল বলেন, রাতের খাবার খাওয়ার সময় হলো সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা। কিন্তু সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে নৈশভোজ সেরে ফেলা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাই চেষ্টা করতে হবে রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে রাতের খাওয়া যাতে শেষ করা যায়। ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত ৩ ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নিতে হবে।

এ পুষ্টিবিদ বলেন, কেউ যদি ১১টায় ঘুমাতে যান, তাকে রাত ৮টায় খেয়ে নিতে হবে। রাতে যদি মুখরোচক কিছু খেতে হয় কিংবা ভারি খাবার খান, তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে সেরে ফেলাই ভালো। এতে হজম দ্রুত হয়, বেশি ক্যালোরিও জমবে না শরীরে। খাবারের সঙ্গে পানি না খেয়ে যদি ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অল্প অল্প করে পানি খেতে থাকেন, তাহলে ক্ষতি কম হবে। এতে ঘুমের সমস্যাও হবে না।

সমালোচনার মুখে সাফাই গাইলেন টুইঙ্কেল খান্না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কাজল ও টুইঙ্কেল খান্নার যৌথ সঞ্চালনায় একটি শো এরই মধ্যে টেলিভিশনের পর্দায় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি শো-টিতে তারকাদের খোলামেলা আড্ডা ও বেফাঁস মন্তব্য ঘিরে বিতর্কও কম হচ্ছে না।

সম্প্রতি স্বামীদের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে টুইঙ্কেল খান্নার একটি মন্তব্য ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়। তীব্র সমালোচনার মুখে অবশেষে সেই মন্তব্যের সাফাই গাইলেন অক্ষয়পত্নী।

গত অক্টোবর মাসে সম্প্রচারিত একটি পর্বে টুইঙ্কেল খান্না মন্তব্য করেছিলেন, 'স্বামীদের বিবাহবহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে আপত্তি নেই। এসব ছোট ভুল বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়।' পরকীয়াকে এত হালকাভাবে দেখা এবং একে 'ছোট ভুল' আখ্যা দেওয়ায় নেটিজেনদের রোষানলে পড়েন তিনি।

বিতর্ক ধামাচাপা দিতে এবার মুখ খুললেন টুইঙ্কেল। নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি দাবি করেন, বিষয়টি অহেতুক বড় করা হচ্ছে। টুইঙ্কেল বলেন, 'এটা এমন কোনো গুরুতর বিষয়ই নয়। এটা নিয়ে অহেতুক এত সমালোচনা হচ্ছে। এটা মজাচ্ছলেই আমরা বলেছিলাম। যদি একবিবাহ বা একজন সঙ্গীকে নিয়ে সকলে সারাজীবন সত্যিই অতিবাহিত করতে পারত, তাহলে সেটা নিয়ে আমরা অবশ্যই ভেবেচিন্তে কথা বলতাম। এটা নিতান্তই রসিকতা ছিল।'

অর্থাৎ, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে সমাজের বাস্তব চিত্র এবং আদর্শ পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলেই তারা বিষয়টি নিয়ে রসিকতা করেছিলেন। তবে এই শো-কে ঘিরে বিতর্ক এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি অপর একটি পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহ্নবী কাপুর ও করণ জোহর। সেখানে সঞ্চালিকারা প্রশ্ন তোলেন, 'মানসিকভাবে ঠকানো নাকি শারীরিকভাবে ঠকানো—কোনটা বড় অপরাধ?' তাদের এই স্পর্শকাতর তুলনা ও মন্তব্য নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় চলছে।

শো-এর সঞ্চালক হিসেবে কাজল ও টুইঙ্কেলের এমন সব মন্তব্য শো-এর টিআরপি বাড়ালেও, ব্যক্তিগত জীবনে তাদের মনমানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

পোশাক এতটাই ছোট ছিল যে নিজেকে অর্ধনগ্ন মনে হচ্ছিল: স্বরা ভাস্কর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজের লাগামছাড়া মন্তব্যের জন্য নাকি আগের মতো কাজের সুযোগ পান না বলে জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। তবু থামতে নারাজ তিনি। এবার অভিনেত্রী বললেন, অভিনেত্রী রিয়া কাপুর পরিচালিত 'বীরে দি ওয়েডিং' সিনেমা করতে গিয়ে তাকে অর্ধনগ্ন হতে হয়েছিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন কথা বলেন স্বরা ভাস্কর।

স্বরা নিজেকে নায়িকার বদলে অভিনেত্রী হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সে কারণে যে ধরনের সিনেমা বাছাই করেছেন, তাতে থাকছে হালকা রূপটানের প্রয়োজন। কখনো পাশের বাড়ির মেয়ে কিংবা সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ হয়ে উঠেছেন তিনি।

যদিও 'বীরে দি ওয়েডিং' সিনেমায় লাস্যময়ী রূপে দেখা যায় স্বরাকে। সেখানে তাকে হস্তমৈথুনের দৃশ্যেও অভিনয় করতে দেখা গেছে। কোনো কোনো দৃশ্যে তার শরীরে নামমাত্র পোশাক ছিল। এ সিনেমার 'তারিফা' গানে তাকে এমন সব পোশাক পরানো হয়েছিল, যাতে অস্বস্তিবোধ করেন অভিনেত্রী।

স্বরা ভাস্কর বলেন, 'বীরে দি ওয়েডিং' সিনেমায় আমাকে সর্বক্ষণ লাস্যময়ী রূপে থাকতে হয়েছিল। মাথায় ছিল ওজন কমানোর চিন্তা। আমি এর আগে যেসব চরিত্র করেছি, সেখানে অভিনয়, শরীরী অভিব্যক্তির ওপর জোর দিয়েছি। কিন্তু এ সিনেমায় যে স্নানপোশাক পরানো হয়েছিল, সেটি এতটাই ছোট যে, আমার নিজেকে প্রায় অর্ধনগ্ন মনে হচ্ছিল। সেটে যেতে পারছিলাম না। তার জন্য তোয়ালে জড়াতে হয় গায়ে।

রূপটান সেরে 'ভ্যানিটি' থেকে সেট পর্যন্ত গিয়েছিলেন গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে। এই গানটি এমনিতেই বেশ জনপ্রিয়। স্বরার সঙ্গে সেই গানে প্রায় একই রকম অবতারে দেখা যায় অভিনেত্রী কারিনা কাপুর ও সোনম কাপুরকেও। যদিও পোশাক নিয়ে তারা কোনো আপত্তি করেননি।

মেসিকে কলকাতায় আনার উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত আটক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তিন দিনের সফরে ভারতে অবস্থান করছে বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসি। সফরের প্রথম দিনেই কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছেন গ্যালারিভর্তি দর্শক। মেসিকে দেখতে না পেয়ে একপর্যায়ে স্টেডিয়াম ভাঙচুর করেছেন তারা।

এ ঘটনার পর মেসিকে ভারত সফরের আনা মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে আটক করেছে কলকাতা পুলিশ। তাকে বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদে যাওয়ার সময় আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজিব কুমার সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, আয়োজকদের দিক থেকে কোনো

অব্যবস্থাপনার কারণে স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে কি না, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। শতদ্রুকে আটক করা হয়েছে এবং পুলিশ এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

মেসির আসার আগে সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক বক্তব্যে শতদ্রু দত্ত বলেছিলেন, ১৪ বছর পর মেসি ভারতে আসছেন-এটা আনন্দের বিষয়। সমর্থকদের জন্য এটা বড় সুযোগ। ভারতে ফুটবলের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আবার গড়ে উঠছে। আগে কখনো এত স্পনসর ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

এর আগেও ভারতের ফুটবল ইতিহাসে বড় নাম আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন দত্ত। পেলে ও দিয়েগো ম্যারাডোনাকে ভারতে আনার পেছনেও তার অবদান ছিল। এমনকি ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক আলোচনায় তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে ভারতে আনার আগ্রহের কথাও জানিয়েছিলেন। এদিকে আজকের আয়োজন সব প্রস্তুতিকে ছাপিয়ে যায় বিশৃঙ্খলার কারণে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন মেসি, যা দর্শকদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তোলে। ঘটনার পর জাওয়েদ শামিম জানান, এ ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং প্রধান আয়োজককে আটক করা হয়েছে। আয়োজকরা টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলছেন। সেটা কীভাবে করা যায়, তা আমরা দেখব।

ভারতীয় তারকার শাস্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে ভারতের পেসার হর্ষিত রানাকে মৌখিকভাবে তিরস্কার করেছে আইসিসি। তার নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট।

রাঁচিতে গত ৩০ নভেম্বর ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে ডানহাতি এ পেসারকে শাস্তি দেওয়া হয়।

ভারতের ১৭ রানে জয়ের ম্যাচটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে ২২তম ওভারে ডেভাল্ড ব্রেভিসকে ক্যাচ আউট করেন হর্ষিত। এরপর তিনি ব্রেভিসকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখানোর ইঙ্গিত করেন। এমন ইঙ্গিত দেখিয়ে খেলোয়াড় ও খেলোয়াড়দের সাপোর্ট স্টাফদের জন্য আইসিসির আচরণবিধির ২.৫ অনুচ্ছেদ ভেঙেছেন ভারতীয় পেসার।

আজ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডের দিন আইসিসি এ নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির বিবৃতিতে জানানো হয়, হর্ষিতের অঙ্গভঙ্গি আচরণবিধির '২.৫ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে'। এই অনুচ্ছেদটি 'আন্তর্জাতিক ম্যাচে কোনো ব্যাটসম্যান আউট হলে তাকে ছোট করা বা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করতে পারে এমন ভাষা, ক্রিয়া কিংবা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার' সম্পর্কিত।

নিয়ম অনুযায়ী ২৪ মাসের মধ্যে চার বা এর বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে একটি টেস্ট অথবা দুটি ওয়ানডে কিংবা সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি নিষিদ্ধ থাকবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে এটিই হর্ষিতের প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।

'লেভেল ওয়ান' পর্যায়ের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ন্যূনতম শাস্তি আনুষ্ঠানিকভাবে তিরস্কার, আর সর্বোচ্চ শাস্তি খেলোয়াড়ের ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ অর্থ জরিমানা ও এক বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হওয়া।

প্রথম ওয়ানডেতে মাঠের আম্পায়ার জয়ারমন মদনাগোপাল ও স্যাম নগোস্কি, তৃতীয় আম্পায়ার রড টাকার এবং চতুর্থ আম্পায়ার রোহান পন্ডিত হর্ষিতের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগ তোলেন। হর্ষিত দোষ স্বীকার করে ম্যাচ রেফারি রিচি রিডার্সনের দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন।

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে মোহিত শর্মার অবসর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহিত শর্মা সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) সবশেষ দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছিলেন এই ডানহাতি পেসার। তবে আইপিএলের নতুন আসরের নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই ব্যাট-প্যাড তুলে রেখে বিদায় জানালেন পেশাদার ক্রিকেটকে।

ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোহিত।

২০১৩ সালে ভারতের জার্সি গায়ে জড়ান হারিয়ানা থেকে উঠে আসা মোহিত। দেশটির হয়ে ২৬ ওয়ানডে এবং ৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। দুই ফরম্যাট মিলিয়ে মোট ৩৭টি উইকেট নিয়েছেন ডানহাতি এই পেসার। ২০১৫ সালে সবশেষ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে মোহিত লিখেছেন, 'আত্মতৃপ্তি নিয়ে ক্রিকেটের সব ধরনের ফরম্যাট থেকে আমি অবসরের ঘোষণা দিচ্ছি।'

ক্যারিয়ারে পাশে থাকার জন্য হারিয়ানা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান মোহিত। লিখেছেন, 'অনিরুদ্ধ স্যারের প্রতি আমার অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা— যিনি সব সময় নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রেখে আমার পথটা তৈরি করেছেন। এটা আসলে আমি শব্দে লিখে প্রকাশ করতে পারব না।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR